জামিন সংক্রান্ত বিধান

জামিন এর সংজ্ঞা: পুলিশি হেফাজত অথবা গ্রেফতারি পরোয়ানা ফতে মুক্তি দিয়ে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে নির্দিষ্ট দিনে এবং সময়ে আদালতে হাজির হওয়ার শর্তে জামিনদার এর নিকট সমর্পণ করাকেই জামিন বলে। তবে ফৌজদারি কার্যবিধিতে জামিনের নির্দিষ্ট কোন সংজ্ঞা দেয়া হয়নি।

জামিনের শর্ত দুটি:

1. Bail bond (জামিননামা)

2. Surety (জামিনদার)

জামিননামা: জামিননামা হল আদালতে রাখা একটি নির্ধারিত ফরম। যে ব্যক্তিকে জামিনে মুক্ত দেওয়া হয় সেই ব্যক্তি এটা পূরণ করে সম্পাদন করে। আদালত বা পুলিশ জামিনের যে পরিমাণ অর্থ নির্ধারণ করে তা জামিননামা উল্লেখ থাকে।

জামিন হওয়ার সাথে সাথেই জামিননামা পরিশোধ করার বাধ্যবাধকতা নেই। আসামি যদি পরবর্তীতে হাজির না হয় বা জামিনের শর্ত ভঙ্গ করে সেক্ষেত্রে জামিননামার অর্থ পরিশোধ করতে হয় অন্যথায় আদালত গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করতে পারে।

জামিনদার: জামিনদার হলে এমন ব্যক্তি যিনি জামিন নামায় স্বাক্ষর করে এই শর্তে যে, যে ব্যক্তিকে জামিনে মুক্তি দেওয়া হয়েছে সে যদি জামিনের শর্ত পূরণ করতে ব্যর্থ হয় বা হাজির না হয় তাহলে জামিনদার জামিননামায় উল্লেখিত অর্থ পরিশোধ করবে।

যে কোন ব্যক্তি যিনি চুক্তিতে আবদ্ধ হতে সক্ষম তিনি অভিযুক্তর পক্ষ হয়ে জামিনদার হতে পারেন। জামিনদার পছন্দ করার অধিকার অভিযুক্ত ব্যক্তির রয়েছে। তবে কোর্ট যাচাই করে দেখবেন উক্ত ব্যক্তি জামিনদার হওয়ার জন্য উপযুক্ত কিনা।

জামিনদার হতে অব্যাহতি: যদি কোন ব্যক্তি অভিযুক্ত ব্যক্তির জামিনদার হতে অব্যাহতি পেতে চান, সে ক্ষেত্রে তিনি জামিনদার হতে অব্যাহতি চেয়ে আদালতে নিকট আবেদন করতে পারেন। এক্ষেত্রে অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি হতে পারে অন্যথায় 502 ধারা অনুযায়ী সেই অভিযুক্ত ব্যক্তি জামিননামা নতুন জামিনদার এর নাম সংযুক্ত করতে পারেন।

এখানে উল্লেখ্য যে, 513 ধারা অনুযায়ী কোন ব্যক্তির জামিনদার দিতে অসমর্থ হলে ধারা 499 এর অধীন জামিননামায় জামিনদারের পরিবর্তে অভিযুক্তকে নগদ অর্থ জমা দেয়ার জন্য আদালত নির্দেশ দিতে পারে।

ধারা 496: জামিনযোগ্য অপরাধের ক্ষেত্রে জামিন-

496 ধারায় বলা হয়েছে যদি কোন ব্যক্তি জামিনযোগ্য অপরাধে আটক হয় অথবা তাকে ওয়ারেন্ট ছাড়া আটক করা হয়, তাহলে তাকে যে আদালতে হাজির করা হবে সেই আদালত উক্ত আটক ব্যক্তিকে জামিন দিবে (shall be released on bail). 496 ধারায় shall শব্দটি ব্যবহার করায়, এই ধারার অধীন জামিনযোগ্য অপরাধে জামিন পাওয়া অভিযুক্ত ব্যক্তির আইনত অধিকার এবং জামিনযোগ্য অপরাধে জামিন দেওয়া আদালতের জন্য আদেশসূচক।

ধারা 497: জামিন অযোগ্য অপরাধের ক্ষেত্রে জামিন-

497 ধারা অনুযায়ী যদি কোন ব্যক্তিকে পুলিশ জামিন অযোগ্য অপরাধে আটক করে অথবা ওয়ারেন্ট ছাড়া আটক করে, তাহলে তাকে জামিন দেওয়া যেতে পারে (may be released on bail). 497 ধারায় may শব্দটি ব্যবহার করায়, এই ধারার অধীন জামিন অযোগ্য অপরাধের জামিন পাওয়া অভিযুক্ত ব্যক্তির আইনত অধিকার না। বরং জামিন অযোগ্য অপরাধে জামিন দেওয়া আদালতের বিবেচনামূলক ক্ষমতা। আদালত ইচ্ছা করলে জামিন দিতে পারে আবার নাও দিতে পারে।

কিন্তু জামিন অযোগ্য অপরাধে আদালত অভিযুক্ত ব্যক্তিকে জামিনে মুক্তি দিবে না (shall not be released on bail) যদি অভিযুক্ত ব্যক্তির মৃত্যুদণ্ড বা যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডনীয় কোন অপরাধে অপরাধী বলে বিশ্বাস করার আদালতের যুক্তিসংগত কারণ থাকে। অর্থাৎ মৃত্যুদণ্ড বা যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডনীয় কোন অপরাধের ক্ষেত্রে জামিন না দেওয়া আদালতের জন্য আদেশসূচক।

জামিন অযোগ্য অপরাধের নিম্নলিখিত অভিযুক্তদের জামিন নিতে বিবেচনা মূলক ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারে যদি-

- তার বয়স 16 বছরের নিচে হয়
- স্ত্রীলোক হয়
- Sick বা infirm ব্যক্তি হয়

এখানে উল্লেখ্য যে, কোনটি জামিনযোগ্য অপরাধ কোনটি জামিন অযোগ্য অপরাধ তা ফৌজদারি কার্যবিধির সিডিউল 2 কলাম 5 এ আলোচনা করা হয়েছে।

497 ধারার অধীন অন্তর্বর্তীকালীন জামিন (interim bail):

অভিযুক্ত ব্যক্তি আদালতের কাছে অন্তর্বর্তীকালীন জামিনের আবেদন করতে পারে, যে ক্ষেত্রে তার চিকিৎসা বা অন্য কোনো গুরুত্বপূর্ণ কাজের জন্য জামিন নেওয়ার যথেষ্ট কারণ রয়েছে সেক্ষেত্রে আদালত অন্তর্বর্তীকালীন জামিন মঞ্জুর করতে পারে। তবে তা সম্পূর্ণ আদালতের বিবেচনা মূলক ক্ষমতার উপর নির্ভর করবে।

498 ধারার অধীন আগাম জামিন (Anticipatory bail):

498 ধারায় আগাম জামিনের আবেদন করা যায়। আগাম জামিনের আবেদন হাইকোর্ট বিভাগে বা দায়রা জজের নিকট দায়ের করা যায়। কারণ 498 ধারায় আগাম জামিনের ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারে হাইকোর্ট বিভাগ এবং দায়রা জজ।

কোন অপরাধের জন্য যে ব্যক্তিকে সন্দেহ করা হচ্ছে এবং যার জন্য তাকে পুলিশ গ্রেফতার করতে পারে, এমন ব্যক্তিকে গ্রেফতার এর পূর্বে জামিন দেওয়া হলো আগাম জামিন।

আসামিকে আদালতে আগাম জামিন দিতে পারে যদি-

--নিম্ন আদালতে তার পক্ষে হাজির হওয়া কোনো কারণে সম্ভব না হয়

--রাজনৈতিক কারণে হয়রানি করার জন্য কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে ফৌজদারি মামলা করা হলে

--আদালত বিশেষ অবস্থায় সব বিবেচনায় সঙ্গত মনে করলে

প্যারোলে জামিন: অনেকক্ষেত্রে দেখা যায় অভিযুক্ত ব্যক্তির নিকটস্থ আত্মীয়-স্বজন মারা গেলে তার জানাযায় উপস্থিত হতে অথবা মুমূর্ষ কোন রোগীর সাথে সাক্ষাতের জন্য বা বিশেষ কোন কাজের জন্য খুব অল্প সময়ের জন্য আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর নিরাপত্তা অধীন অভিযুক্তকে মুক্তির প্রয়োজন পড়ে, এক্ষেত্রে আদালত বিশেষ অবস্থার প্রেক্ষিতে অল্পসময়ের জন্য প্যারোলে জামিন মঞ্জুর করতে পারে।

<u>জামিন সংক্রান্ত ফৌজদারি কার্যবিধিতে কতিপয় ধারা:</u>

অভিযুক্ত ব্যক্তির বিচারাধীন অবস্থায় জামিন দেয়া যেতে পারে যদি-

▪ধারা 167(5): পুলিশ 120 দিনের মধ্যে তদন্ত শেষ করতে না পারলে সেক্ষেত্রে অভিযুক্ত ব্যক্তি জামিন পেতে পারে

▪ধারা 339C(4): 180 দিনের মধ্যে ম্যাজিস্ট্রেট আদালত বিচার শেষ না করতে পারলে এবং 360 দিনের মধ্যে দায়রা আদালত বিচার শেষ না করতে পারলে অভিযুক্ত ব্যক্তির জামিন পেতে পারে

▪ধারা 426 (1-2B): আপিল চলাকালীন সময়ে দন্ড স্থগিত করে জামিন দিতে পারে

▪ধারা 427: খালাসের বিরুদ্ধে আপিলের ক্ষেত্রে আসামীকে গ্রেফতার এবং সেই গ্রেফতার এড়াতে আসামি জামিন আবেদন করলে আদালত জামিনের আদেশ দিতে পারে।

▪ধারা 435: এই ধারার অধীন নিম্ন আদালতের নথি পরীক্ষাকালীন সময় পর্যন্ত বা রিভিশন চলাকালীন সময়ে অভিযুক্ত ব্যক্তি জামিন পেতে পারে।

অভিযুক্ত ব্যক্তি এখনো Convicvited হয়নি সেক্ষেত্রে 496, 497 এবং 498 ধারার অধীন জামিন পেতে পারে যা উপরে আলোচনা করা হয়েছে।

498 ধারার অধীন জামিলের মুচলেকা নির্ধারণ: এই ধারায় বলা হয়েছে জামিনের জন্য মুচলেকার অর্থের পরিমাণ মামলার যথাযথ পরিস্থিতি বিবেচনা করে নির্ধারণ করতে হবে এবং এটা অত্যাধিক হবে না।

হাইকোর্ট বা দায়রা আদালত যে কোন সময় কোন ব্যক্তিকে জামিন মঞ্জুর করার বা পুলিশ অফিসার বা ম্যাজিস্ট্রেটকে দাবীকৃত জামিন নামার অর্থ হ্রাস করতে নির্দেশ দিতে পারে।

আদালত বেইল বন্ডের জন্য অধিক পরিমাণ অর্থ নির্ধারণ করলে উক্ত অর্থ যুক্তিসংগত হারে কমানোর জন্য আবেদন করতে হয় ফৌজদারি কার্যবিধির 498 ধারায়।

এছাড়া 513-516 ধারায়, বন্ড সংক্রান্ত বিধান সমূহ, বেইল বন্ড বাজেয়াপ্ত পদ্ধতির বিষয়ে আলোচনা, অর্থাৎ আসামি জামিনের শর্ত পালনে ব্যর্থ হলে, বেইলবন্ড কিভাবে আদায় করতে হবে, অভিযুক্ত যদি নাবালক হয় তাহলে তার বন্ড কিভাবে নির্ধারণ হবে তার পদ্ধতি, বেইল বন্ড বাজেয়াপ্ত এর বিরুদ্ধে আপিল, রিভিশন সম্পর্কে বর্ণনা করা হয়েছে।